চিঠিপত্র

শিক্ষা খাতে পরিবর্তন আনতে হবে

২০২০ সালে করোনার পর থেকে শিক্ষা খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন হয়েছে শিক্ষা কারিকুলামে। কিন্তু শিক্ষার মান কি বাড়ছে? প্রশ্ন থেকে যায়। আর এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব বাড়ছে না কমছে।

পাঠ্যবইয়ের পড়া কমেছে, আধুনিকতার ছোঁয়া বেড়েছে কিন্তু এতে শিক্ষার্থীর ওপর কেমন প্রভাব ফেলছে প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা সারাদিন মোবাইল ইন্টারনেট নিয়ে থাকে। দিনশেষে তারা চায় সিলেবাস কমানো হোক নয়তো অটোপাস। ক্লাস ওয়ান-টুয়ের শিশুরা ফোনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। পিএসসি, জিএসসি পরীক্ষা আবার শুরু করলে শিক্ষার্থীদের এই পড়ার প্রতি অনীহা চলে যাবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যদি বেসিক ঠিক না থাকে তা হলে ভবিষ্যতে কী করবে তারা? আধুনিক শিক্ষার দরকার আছে অবশ্যই, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও অনেক অঞ্চল আছে যেখানে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ভালো নয়। এতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সঙ্গে এই আধুনিকতাই শিক্ষার্থীর মেধাকে সংকুচিত করছে। তারা কোনো কিছু চেষ্টা ছাড়াই হাতের ফোন দিয়ে সবকিছুর সমাধান পেয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাখাতে পরিবর্তন আনতে হলে শুধু পাঠ্যপুস্তক কিংবা কারিকুলামের পরিবর্তন আনলে হবে না। শিক্ষকদের অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও হতে হবে। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব বাড়াতে সাহায্য করা। শিক্ষার অবনতির ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চার প্রতি অনীহা দেখাচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে শিক্ষার্থীরা এখন যতটা বেপরোয়া, উন্নত জীবনযাপন কর্মক্ষেত্রে উঁচুপদের ধান্ধায় শিক্ষকরা ততটা বৈষয়িক হয়ে উঠেছে। এর ফলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসামাজিকতা দেখা যাচ্ছে।

অবনতি হচ্ছে নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের। এসব কারণে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার মানের ঘটছে চরম অবনতি। আজকাল জ্ঞান অর্জনের চেয়ে সার্টিফিকেট অর্জনই ছাত্রদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য পড়ালেখায় মনোযোগ কমেছে তাদের।

এসব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাখাতে

মেধাবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক করে গড়ে তুলতে হবে।

সাদিয়া সুলতানা রিমি : শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়